আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ

নগরবার্তা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৯, হিজরী ১৪৪৩

দায়বদ্ধতাকে জোরালো করবে নগরবার্তা
– মসিক মেয়র ইকরামুল হক টিটু

'আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ'- এ স্লোগানকে ধারণ করে যাত্রা শুরু করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের (মসিক) ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'নগর বার্তা'। সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ, ঘোষণা, পরিকল্পনা, ফিচার ইত্যাদি থাকছে এ প্রকাশনায়। গত ২৮ জুলাই (বৃহস্পতিবার) বিকেলে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে 'নগরবার্তা'র মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় মেয়র মো. ইকরামুল হক টিটু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মসিক মেয়র বলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ডকে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিতে নগরবার্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া এটি ইতিহাস সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেও ভূমিকা রাখবে।

এ সময় মেয়র ইকরামুল হক টিটু আরও বলেন, আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। এ দায়বদ্ধতাকে আরও জোরালো করবে সিটি কর্পোরেশনের এই ত্রৈমাসিক প্রকাশনাটি। এছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসম্পৃক্ততা তৈরিতে নগরবার্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি।

মসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্যানেল মেয়র-৩ সামীমা আক্তার ও অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ, প্রধান প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম মিঞা, প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা অন্নপূর্ণা দেবনাথ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দসহ অন্যান্য বিভাগ ও শাখা প্রধানগণ, ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. বাবুল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মসিকের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও নগরবার্তা সম্পাদক শেখ মহাবুল হোসেন রাজীব।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

২০১৮ সালের ১৪ অক্টোবর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গঠিত হয় দেশের দ্বাদশ এবং সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন 'ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন'। ২০১৯ সালের ২০ জুন মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে প্রথম নির্বাচিত পরিষদ। তিন বছরের যাত্রায় বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী উদ্যোগে প্রশংসা অর্জন করেছে মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর নেতৃত্বাধীন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৮০ কিলোমিটার সড়ক। এছাড়া যানজট নিরসন ও জনভোগান্তি লাঘবে স্টেশনরোড, বড় বাজার, কাশর রোড, বাউন্ডারী রোড, বাঘমারা রেলক্রসিং রোড, মেহগনি রোড, আবুল মনসুর সড়কসহ নগরের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রস্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ২৩ কিলোমিটার ফুটপাত।

শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা নিরসনে নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৪৩ কিলোমিটার ড্রেন। মিন্টু কলেজ থেকে বিপিন পার্ক স্টেশন রোড থেকে থানাঘাট পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ ড্রেন নির্মাণ, কাশবন আবাসিক এলাকার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ, নাটকঘর লেন থেকে ডিবি রোড হয়ে সেহড়াখাল পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপড্রেন ইত্যাদি নির্মাণের ফলে মূল নগরীর ভিতরে জলাবদ্ধতা হচ্ছে না। এছাড়াও খালগুলোর নিয়মিত খনন ও সংস্কারের কাজ চলছে।

ময়মনসিংহ সিটির সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিকসেবা উন্নতকরণে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৫৭৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে।

সুপেয় পানির জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫ টি গভীর নলকূপ। নতুন সংযুক্ত করা হয়েছে ২৪ কিলোমিটার পাইপলাইন। নগর আলোকিতকরণে চলমান রয়েছে ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প যার আওতায় ১৭১ কিলোমিটার সড়ককে ৬ হাজার ৬৭৩ টি পোলসহ সড়কবাতি স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

প্রতিদিন প্রায় ৪০০ টন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। শম্ভুগঞ্জে স্থাপিত ডাম্পিং স্টেশনের পরিধি ৩ একর থেকে ৬ একরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে রাত্রিকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। আর তা নিশ্চিতে নগরীর ৫০টি স্থানে স্থাপন করা হয়েছে (বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মসিকের অনন্য স্থাপত্য 'জয়বাংলা চত্বর'

ময়মনসিংহ পাটগুদাম সেতু সংলগ্ন এলাকাটি পার হবার সময় যে কারোরই দৃষ্টি কেড়ে নেবে একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য। স্থাপত্যটি মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর উদ্যোগে নির্মিত 'জয়বাংলা চত্বর'। ২০২০ সালের বিজয় দিবসে এ চত্বর উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র। এতে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩০ ফুট উঁচু ভাস্কর্য। এর সামনে ৯ ইঞ্চি আকারের ১৬ টি পিলার, যা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের তাৎপর্যকে ধারণ করে। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ-এঁর প্রতীকে ভাস্কর্যের পেছনে রয়েছে ৭টি পাম গাছ।

ব্রহ্মপুত্র নদের কোল ঘেঁষে নির্মিত ৯ হাজার বর্গফুটের এ চত্বরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবহ করা আরো কিছু স্তম্ভ। বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। বেদির দুই পাশে টেরাকোটার মাধ্যমে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রয়েছে ফাইবার আর মার্বেল ডাস্ট দিয়ে তৈরি ১৭টি শাপলা ফুল, যা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চকে স্মরণ করায়। প্রতিকৃতির দুই পাশে টেরাকোটার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যপট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের শ্রদ্ধায় জাতির পিতার প্রতিকৃতির উচ্চতা রাখা হয়েছে ৩০ ফুট। প্রতিকৃতির ডান প্রান্তে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্মরণীয় উক্তি আর বামপাশে তাঁর কর্মময় জীবনী। চত্বরের বামপাশে রয়েছে সাতটি সিঁড়ি। সাত সিঁড়ির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আর ডান পাশের ছয়টি সিঁড়ি দিয়ে ছয় দফা আন্দোলনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

স্থাপত্যটির ভাস্কর শিল্পী অনুপম সরকার জনি। মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর উদ্যোগে ২০১৯ সালের ২৫ নভেম্বর 'জয়বাংলা চত্বর' নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

মাননীয় মেয়র ইকরামুল হক টিটু জানান যে, তরুণ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতেই এ চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সবাই বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে পারবে।

গত ২৫ জুন ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে উদ্বোধন করা হয় স্বপ্নের পদ্মা সেতু।

পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে নগর সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জা করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সে পদ্মা সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনে সংযুক্ত হওয়া ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনও একাত্ম হয়ে কোটি মানুষের প্রাণের উৎসব পদ্মা সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠান সর্বসাধারণের জন্য উপভোগের সুযোগ করে দেওয়া হয়। উদ্বোধনী শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের প্রাণের উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

মসিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ১২২ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীজ সরবরাহ, পরিবেশবান্ধব বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য পরিবহনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও বর্জ্য ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ১২২ কোটি টাকার প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় (একনেক) এ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।

প্রকল্পটি আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় চেইন এক্সকাভেটর, মোবাইল ওয়েস্ট কন্টেইনার, ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর, ব্যাকহো লোডার, গার্বেজ কমপ্যাক্টর, ডাম্প ট্রাক, হুইজ লোডার, মোবাইল ট্রলি, হুইল এক্সকাভেটর ইত্যাদি সরবরাহ সহ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, পাবলিক টয়লেট, কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, পাম্পহাউজ, ডাস্টবিন, ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, লিচেট পন্ড, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্প অনুমোদন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অনুমোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু বলেন যে, এ প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পথে আরও অনেকটা এগিয়ে গেল। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। তবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজন সকলের আন্তরিক সহযোগিতা।

একনেক সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীবৃন্দ, মসিক মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ

নগরবার্তা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৯, হিজরী ১৪৪৩

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ক্রাশ প্রোগ্রাম

বরাবরের মতই অবিরত ও সামগ্রিক মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে দু'টি মশকনিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে পরিকল্পনামাফিক প্রতিটি ওয়ার্ডে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত লার্ভিসাইড এবং বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ফগার মেশিন দিয়ে এডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা হয়। মশকনিধনে স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৬০ জন মশক নিধনকর্মী নিয়মিত কাজ করছে। এছাড়া মশকনিধনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গত ২২ মে গাড়িচালিত ডাবল সিলিন্ডার ফগার মেশিন উদ্বোধন করেন মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। এ মেশিনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে অধিক এলাকায় উড়ন্ত মশানিধনে এডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

এ ব্যাপারে মসিক মেয়র বলেন, ফগার মেশিনের মাধ্যমে চলমান মশক নিধন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে আমরা মেশিনবাহী গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। পায়ে হেঁটে এই ওষুধ ছিটানোর কারণে বেশি জায়গায় পৌঁছানো এবং মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালনা চ্যালেঞ্জিং ছিল। এখন দ্রুততম সময়ে অনেক জায়গায় ওষুধ ছিটানো সম্ভব হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী, প্যানেল মেয়র-১ মোঃ আসিফ হোসেন ডন, প্যানেল মেয়র-২ মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্যানেল মেয়র-৩ সামীমা আক্তার সহ অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ, সচিব রাজীব কুমার সরকার, মেডিকেল অফিসার ডাঃ আশফিয়া আমরিন, ডাঃ তাসমিয়া জান্নাত, খাদ্য ও স্যানিটেশন কর্মকর্তা দীপক মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত

এপ্রিল-জুন/২২ সময়ে জনভোগান্তি লাঘব ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যানজট নিরসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা ও ফুটপাতের অবৈধ দখল উচ্ছেদ, খাদ্য দ্রব্যের মান নিশ্চিতকরণ এডিস মশার লার্ভা সনাক্তে অভিযান ইত্যাদি নানা বিষয়ে অভিযান পরিচালনা করেছে মসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত।
এই সময়ে প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অন্নপূর্ণা দেবনাথ, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেঁজুতি ধর এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাসুদ রানা অভিযান পরিচালনা এবং বিভিন্ন মামলায় এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা জরিমানা করেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২৮ জুন মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলনকক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হয়।
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মসিকের ইপিআই সেবা

শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ইপিআই সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত দিনে টিকাদান কেন্দ্রে বা হাসপাতালে 'শূন্য থেকে ১১ মাস' বয়সী শিশুদের নিয়ে আসতে হয়। অতঃপর কর্মসূচি অনুযায়ী (প্রাপ্যতা অনুসারে) যক্ষা, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, পোলিও, হেপাটাইটিস বি, হিমো-ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, হাম ও রুবেলা এই ৯ টি রোগের টিকা প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের শিডিউল মোতাবেক ৫ ডোজ টিটি টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে।
মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর নির্দেশনায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ শিশুকে টিকা প্রদান করে থাকে। সিটি সুপার মার্কেট সংলগ্ন ইপিআই সেবা কেন্দ্র এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এই দুইটি স্থায়ী কেন্দ্র ছাড়াও ৭২ টি অস্থায়ী কেন্দ্রে এ টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বছরব্যাপী ৩৪০ টি স্থায়ী ও ১২৫৪ টি অস্থায়ী সেশনসহ মোট ১৫৯৪ টি সেশন পরিচালনা করা হয়।
নগরবাসীর সেবায় ১০ জন ভ্যাকসিনেটর, ৬ জন সুপারভাইজার, ২৮ জন এনজিও কর্মী ও চুক্তিভিত্তিক ৩৪ জন কর্মী নিয়মিত ইপিআই সেবা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিসি টিভি ক্যামেরা। সিটির মেডিকেল বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্যেরও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। পয়ঃবর্জ্য থেকে উৎপাদন করা হচ্ছে বাৎসরিক প্রায় ১৪ শত টন জৈবসার।
করোনা সংকট মোকাবেলায় দেওয়া হয়েছে ১৩২৭ টন চাল ও ৬৫ লক্ষ টাকার খাদ্য সহায়তা। জনবহুল ৫২৫ টি স্থানে করা হয়েছে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্থানে বুথ স্থাপন, ১০০ টি মাইকে দৈনিক সচেতনতা বার্তা প্রচার, ২০টি স্থানে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার, ৪টি গাড়ি এবং ২৫ টি স্প্রে ম্যাশিনের মাধ্যমে জীবাণুনাশক ছিটানো, জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন, ডাক্তারদের যাতায়াত এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নমুনা সংগ্রহে পরিবহনের ব্যবস্থা, টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন ছাড়াও সচেতনতাবৃদ্ধিতে বিভিন্ন পয়েন্টে করা হয়েছে মাস্ক ক্যাম্পেইন। নগরীর প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষকে টিকার আওতায় আনার মাধ্যমে করোনা নিয়ন্ত্রণে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন হয়েছে।

সিটিতে নিয়ন্ত্রিত মশক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দক্ষতার সাথে মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে স্থানীয়ভাবে এডিস মশার কামড়ে আক্রান্ত কোন ডেঙ্গুরোগী এখনও পাওয়া যায়নি। টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শে হটস্পট চিহ্নিত করে নিয়মিত মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালনা পাশাপাশি চালানো হচ্ছে ক্রাশ প্রোগ্রাম। এছাড়াও নির্মাণাধীন ভবন ও প্রতিষ্ঠানে এডিসের লার্ভা পাওয়া গেলে মালিককে জরিমানার আওতায় আনা হচ্ছে।
ইপিআই, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন এবং কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমেও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের রয়েছে প্রায় শতভাগ সফলতা। সব ধরনের সেবা সহজ করতে চালু করা হয়েছে ওয়ানস্টপ সার্ভিস। সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্য সহজেই নাগরিকরা পাচ্ছেন এই ওয়ানস্টপ সার্ভিসে।
রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রাখা, নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাড়ী নির্মাণ, অবৈধ যান চলাচল রোধ, মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। নাগরিক জীবনকে সুশৃঙ্খল রাখতে নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সিটির ১৭টি মোড়ে নান্দনিক সড়কদ্বীপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ডিভাইডারসমূহে সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে।
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে ২০২০ সালের বিজয় দিবসে উদ্বোধন করা হয়েছে জয়বাংলা চত্বর। ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি টাউনহলের এডভোকেট তারেক স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর ছবি, চিঠি, বিশ্বনেতাদের মন্তব্য ইত্যাদি নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু গ্যালারি'।
একদিকে বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে যেমন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে অপরদিকে নানা প্রশিক্ষণ যেমন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, পার্লার, ড্রাইভিং ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন দেশের নবীনতম সিটি কর্পোরেশন। মাত্র তিন বছরের পথচলায় সিটির অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিকসেবা বৃদ্ধিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে মসিক। করোনা মহামারী ও বৈশ্বিক মন্দায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্নে ময়মনসিংহবাসীকে সিটি কর্পোরেশন উপহার দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে বর্তমান পর্ষদ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেবা সংক্রান্ত তথ্য

বিভিন্ন বিষয়ে আগত অভিযোগ অভিযোগের নকল প্রদান

কাঞ্চন কুমার নন্দী
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কক্ষ নং–৭, মোবাইল : ০১৩১৮ ৩২০৩৭২
ই-মেইল : k.nandimcc@gmail.com

সামাজিক সুরক্ষাখাতে বিভিন্ন ভাতা প্রদান কার্যক্রম
(সরকারী বরাদ্দপ্রাপ্তি সাপেক্ষে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে)

উম্মে হালিমা
সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা
কক্ষ নং–২৭, মোবাইল : ০১৩১৮ ৩২০৩৬৯
ই-মেইল : ummahalimabd@gmail.com

মশকনিধন কার্যক্রম

দীপক মজুমদার
খাদ্য ও স্যানিটেশন কর্মকর্তা
মোবাইল : ০১৭১৬ ২৩৭৮৭৩
ই-মেইল : fso.mcc2018@gmail.com

ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত

মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম
লাইসেন্স কর্মকর্তা
মোবাইল : ০১৬৭২ ৮৬০৫২০
ই-মেইল : iktekhar.mcc@gmail.com

দোকান বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সম্পত্তি কর্মকর্তা
মোবাইল : ০১৩১৮ ৩২০৪২৮

লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত
(রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ী, ইজিবাইক)

ওয়ালিউল ইসলাম
প্রধান সহকারী
কক্ষ নং–১২
মোবাইল : ০১৭২৫ ৭২১৫৭৭

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৯, হিজরী ১৪৪৩

নতুন আলোয় আলোকিত জয়নুল উদ্যান

হিমু আড্ডা থেকে জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা পর্যন্ত ২৭০টি দৃষ্টিনন্দন গার্ডেন লাইট উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এ গার্ডেন লাইটসমূহ ১৬ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় উদ্বোধন করেন মেয়র।

উদ্বোধনকালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী, প্যানেল মেয়র-১ মোঃ আসিফ হোসেন ডন, প্যানেল মেয়র-২ মোঃ মাহবুবুর রহমান, ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর সেলিনা আক্তার, সচিব রাজীব কুমার সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোঃ জিল্লুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যানজট নিরসনে মসিকের নানা উদ্যোগ

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকার যানজট নিরসনে গত ১২ মে মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর উদ্যোগে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, অটোবাইক-অটোরিকশা, পণ্যবাহী পরিবহনের নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংগঠনের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। এ সভায় সম্মিলিতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

- **ইট, বালি ও যেকোন পণ্যবাহী গাড়ি সকাল ০৮ থেকে রাত ০৮ টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ শহরের অভ্যন্তরে চলাচল করতে পারবে না।**
- **শহরের অভ্যন্তরে কোন সিএনজিও প্রবেশ করতে পারবে না।**
- **তারিখ অনুযায়ী নির্ধারিত অটোবাইকের ছাড়া চলাচল করতে পারবে না।**

এ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন এবং জেলা পুলিশের সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করছে।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ দিনব্যাপী কর্মশালা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা ও সেবাপ্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩ থেকে ৩০ জুন ৭ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২৩ জুন বৃহস্পতিবার এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু।

কর্মশালার উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র বলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নাগরিকসেবা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। নাগরিক সেবাকে বৃদ্ধি করতে হবে, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। সেবা গ্রহণে কোন নাগরিক যেন ভোগান্তির শিকার না হন সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী। এ কর্মশালায় শুদ্ধাচার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণাধীন ভবনে এডিস মশার লার্ভা পেলেই জরিমানা

নির্মাণাধীনভবন ও প্রতিষ্ঠানে এডিস মশার লার্ভা পেলে ভবন বা প্রতিষ্ঠান মালিককে জরিমানা করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের একটি দল নিয়মিত বিভিন্ন নির্মাণাধীন ভবন ও প্রতিষ্ঠানে এডিস মশার লার্ভা অনুসন্ধান করছেন। কোথাও এ লার্ভা পাওয়া গেলে তা ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানার আওতায় আনা হচ্ছে। এডিস মশা যেহেতু যে কোন স্থানের তিনদিনের বেশি জমে থাকা পরিস্কার পানিতে বংশ বিস্তার করতে পারে তাই নিজ দায়িত্বে এসব স্থানের পানি ফেলে দিতে হবে যেন এডিস মশার লার্ভা না জন্মাতে পারে।

> **উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন টেকসই হয়। আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। নিজেদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে জনগণের সেবা করে যেতে হবে।**
>
> – মোঃ ইকরামুল হক টিটু, মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
>
> (৮ মে ঈদ পুনর্মিলনী ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে।)

নিয়ম না মেনে ভবন নির্মাণ করায় ভেঙে দিয়েছে মসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

শম্ভুগঞ্জ মাঝিপাড়া এলাকায় অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক সেটব্যাক অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ না করে বরং ভবনের কিছু অংশ রাস্তার উপর নির্মাণ করায় ২২ জুন অভিযান পরিচালনা করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় রাস্তার উপর নির্মিত ভবনের অংশসহ রাস্তার সীমানা থেকে ৪ ফুট জায়গায় নির্মিত ভবনের অবকাঠামো ভেঙে দেয় মসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া, ভবন মালিকের নামে অনুমোদনকৃত ৬ তলা ভবনের নকশার অনুমোদন বাতিল করেছে সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরিফুর রহমান এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ সময় ৩৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ শাহজাহান, জনসংযোগ কর্মকর্তা শেখ মহাবুল হোসেন রাজীব, নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জহুরুল হক, নগর পরিকল্পনা মানস বিশ্বাস, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জাবেদ ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য সিটিতে অনুমোদিত পরিকল্পনার বাইরে যেসব ভবন মালিক অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

২৩ মে বিকেল ৪ টায় এডভোকেট তারেক স্মৃতি মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ৮০জন প্রতিযোগীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মসিক মেয়র

পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ গড়তে চাই জনসচেতনতা

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ অভিযানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু বলেন, টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন নগরী বিনির্মাণে কাজ করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। এ লক্ষ্য অর্জন নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব না। নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ গড়তে আশেপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ করতে হবে। এ কাজে সচেতনতা নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শিল্পাচার্য জয়নুল উদ্যানে আয়োজিত এ অভিযানের আওতায় নগরীর ৯, ১০, ১৭ ও ১৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোঃ আরিফুর রহমান, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরবৃন্দ, ইউএনডিপি প্রতিনিধি, রোভার স্কাউটের সদস্যবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ

নগরবার্তা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৯, হিজরী ১৪৪৩

উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন (এপ্রিল-জুন ২০২২)

১২ নং ওয়ার্ডে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক ও ড্রেন

গত ৯ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ২ টায় ১২ নং ওয়ার্ডে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেনের কাজ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। চৌরঙ্গী মোড় থেকে জুবলী কোয়ার্টার মোড় পর্যন্ত ৪২০ মিটার আরসিসি ড্রেন এবং ২১০ মিটার আরসিসি সড়কের উদ্বোধন করেন মেয়র। উদ্বোধনকালে ১২ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ আনিসুর রহমান আনিস, ১০, ১১, ১২ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর রোকসানা শিরীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মসিকের ৪ নং ওয়ার্ডে প্রায় কোটি টাকার ড্রেনের কাজ উদ্বোধন

২৭ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বেলা ১১ টায় ৪ নং ওয়ার্ডে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য আরসিসি পাইপ ড্রেন এর কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। এ সময় সানকিপাড়া সিনেমা হল থেকে এস এ সরকার রোড পর্যন্ত ৩৭০ মিটার আরসিসি পাইপ ড্রেন এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন মেয়র।
উদ্বোধনকালে মসিকের প্যানেল মেয়র-২ ও ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ মাহবুবুর রহমান, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর শাম্মী আক্তার মিতু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মসিকের প্রস্তাবিত বাস ও ট্রাক স্ট্যান্ড

যানজট নিরসনে শহরের বাইরে পৃথক বাস ও ট্রাক স্ট্যান্ড স্থাপনের ময়মনসিংহবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী বাস্তবায়নে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। বর্তমানে বাস ও ট্রাক স্ট্যান্ড নির্মাণের প্রস্তাবটি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিলুপ্ত পৌরসভাকালীন সরকারী, বেসরকারী ও উন্নয়নসহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগণের দাবি ছিলো পাটগুদাম বাস টার্মিনালটি স্থানান্তরের। এছাড়া, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই। ফলে পণ্যবাহী ট্রাক নামানোর পর এবং শহরের ভেতরে ও মূল সড়কসমূহে চলাচলকারী ট্রাক এলোপাথারীভাবে অবস্থান করায় শহরে ও প্রধান সড়কে প্রতিনিয়তই যানজট সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর নির্দেশনায় সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে একটি বাস ও ১ টি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।
প্রকল্প প্রস্তাবে বাস টার্মিনালে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে এতে প্রায় ৭.৬২ একর জায়গায় প্রায় ২২০ টি বাস পার্কিং করা যাবে। এছাড়াও থাকবে টার্মিনাল বিল্ডিং, বাস ও কার পার্কিং এরিয়া, অটোরিকশা পার্কিং এরিয়া, ডরমিটরি বিল্ডিং, বাস সার্ভিস এরিয়া, ওয়াশিং জোন ইত্যাদি। ট্রাক টার্মিনালের পরিকল্পনায় ১১.০৮ একর জায়গায় প্রায় ৪০০ ট্রাক পাকিং করতে পারবে। এছাড়াও এতে থাকবে ড্রাইভ ওয়ে, ডরমিটরি বিল্ডিং, ওয়াশিং জোন, ওয়ার হাউজ ইত্যাদি।

২২৪ জন মা'কে মা ও শিশু সহায়তা ভাতা প্রদান

৫ জুন ২০২২ বেলা ১১.০০ টায় শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২২৪ জন মায়ের 'মা ও শিশু সহায়তা ভাতা প্রদান' কার্যক্রম এর উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। এর মাধ্যমে ভাতাভোগীগণ ৩৬ মাসব্যাপী মাসিক ৮০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন।
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে মসিকের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরবৃন্দ, ময়মনসিংহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফেরদৌসী বেগম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ এইচ কে দেবনাথ, উপকারভোগী মা ও শিশু এবং সাংবাদিকবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে করণীয়

- জমে থাকা পানি নিয়মিত অপসারণ করুন।
- চারপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- পানি জমে থাকতে পারে এমন জিনিসপত্র উল্টে রাখুন।
- ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।
- প্রয়োজনে মশা নিধনের ওষুধ, কয়েল বা স্প্রে ব্যবহার করুন।
- শিশু ও বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নিয়ে নিরাপদে রাখুন।

অনলাইনে সেবা প্রদানে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন তৃতীয়

২০ ও ২১ এপ্রিল টাউনহল প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিভাগীয় শোকেসিং-এ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ৩য় স্থান অর্জন করে। সেবা সহজীকরণে অনলাইনে নাগরিকসেবা প্রদান ও অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করার উদ্যোগের জন্য 'শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'হিসেবে এ পুরস্কার অর্জন করে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
এ মেলায় ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাসমূহের বিভিন্ন সরকারী দপ্তর তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য, মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর নির্দেশনায় ট্রেড লাইসেন্স, পানির বিল ইত্যাদি বিভিন্ন সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইনে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগের অধিক অর্জন মসিকের

১৫ থেকে ১৯ জুন পরিচালিত ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ৬৬ হাজার ৪৬২ জন শিশুকে ভিটামিন খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৬ হাজার ৭৮৬ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। এ ক্যাম্পেইনে ৩৩ টি ওয়ার্ডে ৩০১ টি কেন্দ্রে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৯ হাজার ৩৮৫ জন শিশুকে একটি করে নীল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৫৭ হাজার ৪০১ জন শিশুকে একটি করে লাল ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ১৫ জুন সকালে নগরভবন প্রাঙ্গণে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন (মসিক) এলাকার জাতীয় ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু।
উদ্বোধনকালে মসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী, প্যানেল মেয়র ও অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ, সচিব রাজীব কুমার সরকার সহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনের বেলা এবং যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকি।

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাত্রিকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু রয়েছে। নাগরিবৃন্দকে সন্ধ্যা ০৬ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ বাসা-বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে ফেলতে বলা হয়েছে।
দিনের বেলা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা রোধে শহরের ৫০ টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কেউ দিনের বেলা আবর্জনা ফেললে ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করে জরিমানা করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

দিনের বেলা এবং যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকি।
পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ গড়তে সহযোগিতা করি।

সম্পাদক : শেখ মহাবুল হোসেন রাজীব, জনসংযোগ কর্মকর্তা ॥ প্রকাশক : জনসংযোগ শাখা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ॥ যোগাযোগ : ফোন : ০২৯৯৬৬৬৩৫২৬ ॥ e-mail : pro.2018mcc@gmail.com
মুদ্রণ : সবুজ প্রাঙ্গণ, ৯ আমপট্টি রোড, ময়মনসিংহ। মোবাইল : ০১৭৭৭ ৫৩২ ১৪৪